# মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা, বাগেরহাট।

বিষয়ঃ ০৬-০৫-২০১৯ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত মবক'র মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : বেগম ইয়াসমিন আফসানা, সদস্য (অর্থ) (ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান)।
তারিখ : ০৬-০৫-২০১৯ খ্রিঃ।
সময় : ১১.০০ ঘটিকা।
স্থান : মবক এর সভা কক্ষ।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (প্রশাসন) সভায় কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ:-

১। গত ০৯-০৪-১৯ অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

২। বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

| ক্রঃ নং | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন বিভাগ/শাখা |
|---|---|---|---|---|
| ১. | **অনিষ্পন্ন বিষয়াদিঃ** | | | |
| | (ক) মবক কর্তৃক পরিচালিত হাসপাতালে কর্মরত সিনিয়র স্টাফ নার্সের বেতন স্কেল ও পদমর্যাদায় উন্নীতকরণ। | (ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য দ্রুত প্রেরণের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং মবক অধিশাখায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে আরো উদ্যোগী হয়ে কাজটি বেগবান করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হলো। | (ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর চাহিত তথ্যাদিসহ (চেকলিষ্ট অনুযায়ী) গত ০৯-১২-১৮ তারিখে নৌপম এ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে গত ২৪-১২-২০১৮ তারিখে নৌপম হতে উক্ত তথ্যাদি পুনঃ প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। তদানুযায়ী গত ২৭-০১-১৯ তারিখে নৌপম এ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে পদ উন্নীতকরণ বিষয়ে স্পষ্টীকরণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। | কর্ম শাখা |
| | (খ) মবক'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে বন্দর এলাকায় সপরিবারে বসবাস প্রসঙ্গে। | (খ) মোংলা এলাকায় বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ বিষয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এছাড়াও সকল কর্মকর্তা / কর্মচারীকে মবক এলাকায় বসবাসের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | (খ) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে বন্দর এলাকায় সপরিবারে বসবাসের জন্য ভারতীয় অর্থায়নে (LoC-3) বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট শীর্ষক প্রকল্পে আবাসিক বহুতল ভবন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর গত ২০-০৯-১৮ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য গত ২০-১১-১৮ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রকল্পটির উপর গত ১৮-০১-১৯ তারিখে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিষয়টি একনেকে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। | সিঃ ও হাঃ বিভাগ |
| | গ) মবক'র শূন্য পদের জনবল নিয়োগ। | গ) মবক'র শূন্য পদের জনবল দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। | গ) মবক'র শূন্য পদের জনবল দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান। মবক কর্তৃক গত ১১-০৮-১৮ তারিখে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৩১৪টি পদে যাতে নিয়োগ সংক্রান্ত কোনরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করতে না পারে, তৎমর্মে অস্থায়ী এবং অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করে জনৈক জুয়েল মহলদার, সাং-বুড়িরডাঙ্গা, মোংলা, বাগেরহাট, বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ, ২য় আদালত, বাগেরহাটে দেওয়ানী-৩১/১৯ মামলা দায়ের করেছে। আগামী ২৬-০৫-১৯ তারিখ জবাব দাখিলের জন্য দিন ধার্য আছে । ১ম ও ২য় শ্রেণির পদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান। | শ্রম ও কল্যান কর্মকর্তা |
| | ঘ) মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সেট-আপ (সাংগঠনিক কাঠামো) যুগোপযোগীকরণ। | | ঘ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় মবক'র প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামো হালনাগাদ সংক্রান্ত অসম্পূর্ণ প্রস্তাব উল্লেখ করে গত ৪-৬-১৮ তারিখ নৌপম এর পত্রের সাথে সংযুক্ত চেকলিষ্ট অনুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তদানুযায়ী প্রস্তাব গত ১৬-০৮-২০১৮ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে। নৌপম হতে গত ০৯-০৯-২০১৮ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৫-১০-২০১৮ তারিখে নৌপম এর চাহিত তথ্যাদি ০২-০১-২০১৯ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়, কিন্তু নৌপম হতে জানা গিয়েছে উক্ত তথ্যাদি নৌপম এ পৌছায়নি বিধায় গত ০৯-০৫-১৯ তারিখে পুনরায় নৌপম এর প্রেরণ করা হয়েছে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিভাগের ন্যায় মবকতে এ ধরণের পদ সৃজন করা যায় কিনা সে বিষয়ে মতামত নেয়া যেতে পারে। | ও এন্ড এম শাখা |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২. | শূন্যপদে জনবল নিয়োগ প্রসঙ্গে | ১। মন্ত্রণালয়সহ এর অধীন সকল দপ্তর/ সংস্থার বিদ্যমান শূন্য পদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার জন্য গৃহীত কার্যক্রম মন্ত্রণালয়কে নিয়মিত অবহিত করতে হবে। সকল ধরণের নিয়োগে কোটা বিভাজন অনুযায়ী নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। | ১। ছাড়পত্র প্রাপ্ত পদ- ৯২০টি।<br>বিজ্ঞপ্তি জারীকৃত পদ- ৪১৭টি।<br>লিখিত/মৌখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পদ- ৮৮টি।<br>পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে- ৩৪টি।<br>পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য প্রেরিত ১ম ও ২য় শ্রেণি- ৪টি।<br>পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য প্রেরিত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি- ২৯টি।<br>চুড়ান্ত নিয়োগ/যোগদান- ১৯টি।<br>ছাড়পত্রের জন্য প্রেরণ ২৪ ক্যাটাগরির ৩২১টি পদ (৪র্থ শ্রেণি), তারিখঃ ০৫-০৫-২০১৯।<br>নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারীর অপেক্ষায় ৭ ক্যাটাগরির ১৮২টি পদ (৪র্থ শ্রেণি)।<br>১৫-১৮ মে ২০১৯ তারিখে ১১ ক্যাটাগরির ২০টি পদে (১ম ও ২য় শ্রেণি) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। | কর্ম শাখা |
| | | ২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের ০৪-০৩-১৯ তারিখের পত্রের নির্দেশনার আলোকে শূন্য পদের বিপরীতে সুস্পষ্ট নিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। বাস্তবায়নের বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। | ২। নিয়োগ কর্মপরিকল্পনা গত ০৯-০৪-১৯ তারিখে নৌপম-এ প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৯-০৫-১৯ তরিখে পুনরায় নিয়োগ পরিকল্পনা প্রেরণ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। | |
| | | ৩। নিয়োগে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি বিধান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার আইন-কানুন, বিধি বিধান অনুসরণ করে নিয়োগ দেয়ার জন্য সংস্থা প্রধান, নিয়োগ বোর্ড ও মন্ত্রণালয়ের মনোনিত প্রতিনিধিকে প্রতিপালন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো। | ৩। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি বিধান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার আইন-কানুন, বিধি বিধান অনুসরণ করে মবক'র নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। | |
| | | ৪। নিয়োগ পরীক্ষায় প্রতিটি পদের বিপরীতে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে থেকে ক্ষেত্র বিশেষে ৩/৪ জন প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার জন্য বিবেচনা করতে হবে। | ৪। নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। | |
| | | ৫। মৌখিক পরীক্ষার সময় আবেদিত প্রার্থীর বিপরীতে বোর্ডের সকল সদস্য আলোচনার ভিত্তিতে নম্বর প্রদান করবেন। | ৫। মৌখিক পরীক্ষার সময় বোর্ডের সকল সদস্যের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সমন্বিত নম্বর প্রদান করা হয়। | |
| | | ৬। বিধিবিধান প্রতিপালন করে নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। | ৬। বিধিবিধান প্রতিপালন করে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। | |
| | | ৭। শূন্য পদের নিয়োগ ৬ মাসের মধ্যে, সম্ভব হলে ৩ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। | ৭। নির্দেশনা অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। | |
| | | ৮। লিখিত পরীক্ষার জন্য IBA এর সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। | ৮। আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত IBA/ITT, KUET সহ আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। | |
| | | ৯। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে | ৯। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। | |
| | | ১০। নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ সভা থেকে শুরু করে আবেদন যাচাই-বাছাই, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, ফলাফল চুড়ান্তকরণ পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অর্ন্তভুক্ত নিশ্চিত করতে হবে। | ১০। নির্দেশনা অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। | |
| | | ১১। টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল নিয়োগ করতে হবে। | ১১। নির্দেশনা অনুযায়ী জনবল নিয়োগ করা হয়। | |
| | | ১২। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। | ১২। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৩. | অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ প্রসঙ্গে | ১। দপ্তর/ সংস্থার মাসিক ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণির অডিট আপত্তির বিস্তারিত তালিকা এবং নিষ্পত্তিকৃত তালিকা সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করবে। যত দ্রুত সম্ভব অডিট আপত্তিগুলো নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত হয়। যুগ্মসচিব (অডিট) বিষয়গুলো তদারকি ও যোগাযোগ করে নিষ্পত্তি করবে।<br><br>২। মন্ত্রণালয়ের আইন ও অডিট শাখা সংশ্লিষ্ট দপ্তর / সংস্থার সমন্বয়ে প্রতিমাসে দ্বিপাক্ষিক / ত্রিপাক্ষিক সভা করবে এবং এ ধারা অব্যাহত রেখে আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।<br><br>৩। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সংস্থা-২) সভাপতিত্বে বিআইডব্লিউটিসিতে ত্রিপক্ষীয় সভা করতে হবে। তাদের অডিট আপত্তির সংখ্যা জরুরী ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে নিস্পত্তি করে কমিয়ে আনতে হবে। | ১। (ক) এপ্রিল-১৯ মাসে কোন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়নি।<br>(খ) এপ্রিল-১৯ মাসে ০৮ টি বৈদেশিক সাহায্যে পুষ্ট প্রকল্পের অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি পত্র পাওয়া গেছে; যার জড়িত টাকার পরিমান ৭১,৮৮,৯২২.৯১ টাকা।<br>(গ) ০৭-০৫-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত অমীমাংসিত আপত্তির সংখ্যা (২৩২-৮) = ২২৪ টি।<br>অমীমাংসিত আপত্তির সংখ্যা ২২৪ টি ; যার বিভাজন নিম্নরুপঃ<br>i) সাধারণ আপত্তি ১২২ টি।<br>ii) অগ্রীম আপত্তি ৮৬ টি।<br>iii) সিএজি রির্পোটভুক্ত ১৬ টি।<br>২। গত ১১-০৪-২০১৯ খ্রিঃ একটি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় শর্ত স্বাপেক্ষে ১০ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। উক্ত সভার কার্যবিবরনী গত ২৫-০৪-১৯ তারিখে নৌপম প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত অডিট আপত্তিসমূহ চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট নথি উপস্থাপন করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।<br>৩। বিষয়টি মবক সংশ্লিষ্ট নয়। | নিরীক্ষা ও পরিদর্শন বিভাগ |
| ৪. | মামলা সংক্রান্ত | সংস্থা ভিত্তিক মামলার অগ্রগতি নিয়ে নিয়মিত পর্যালোচনা সভা করতে হবে। | বিভিন্ন আদালতে মবক সংশ্লিষ্ট ১৭৫ টি মামলা চলমান আছে। (তন্মধ্যে সচিব মহোদয় বিবাদী হিসেবে আছেন ৩৬ টি মামলায়)।<br>মবক বাদী হিসেবে আছে ৭১ টি মামলায়।<br>মবক বিবাদী হিসেবে আছে ১০৪ টি মামলায়। | শ্রম ও কল্যান কর্মকর্তা |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৫. | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত | ১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে যথাযথভাবে প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে আরো সতর্ক হতে হবে।<br>২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি কোন অবস্থায় পেন্ডিং রাখা যাবে না।<br>৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প গ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে অত্র মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।<br>৪। সংশ্লিষ্ট দপ্তর / সংস্থা প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে। প্রাপ্ত তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে আপলোডের ব্যবস্থা নিতে হবে।<br>৫। বিভিন্ন প্রকল্প এর সাথে সংশ্লিষ্ট মনিটরিং কর্মকর্তাগণ সার্বক্ষণিক প্রকল্প কাজের অগ্রগতি মনিটরিং/পরিদর্শন করবেন।<br>৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি সমূহের মধ্যে কোন প্রতিশ্রুতি যদি বাস্তবায়নযোগ্য না হয় বা সে বিষয়ে কোন জটিলতা থাকলে তা জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে। | ১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে যথাযথভাবে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়।<br>২। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত ০৪টি প্রতিশ্রুতির নিম্নরূপভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।<br>ক) **যে কোন উপায়ে মোংলা বন্দরকে সচল রাখা-** মোংলা বন্দর কার্যকরীভাবে সচল আছে। বর্তমান সরকারের সক্রিয় পদক্ষেপের ফলে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রেকর্ড সংখ্যক ৭৮৪টি জাহাজ এবং ৯৭.১৬ লক্ষ মেট্রিকটন কার্গো হ্যান্ডেল করা হয় এবং ২৬৬.৪২ কোটি টাকার অধিক রাজস্ব অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এপ্রিল-১৯ মাসে ৭৩টি (তিয়াত্তর) জাহাজ হ্যান্ডলিং করা হয়েছে।<br>খ) **মোংলা বন্দরের কার্যকরী ব্যবহার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা**- মোংলা বন্দর কার্যকরীভাবে সচল আছে। গত ২০০৯ সাল হতে ক্রমাগত জাহাজের সংখ্যা, কার্গোর পরিমাণ ও রাজস্ব আয় প্রতি বছর প্রায় ২৫%-৩০% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোংলা বন্দরের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ সাল হতে জুন ২০১৮ সাল পর্যন্ত জিওবি অর্থায়নে ১৩টি এবং নিজস্ব অর্থায়নে ৩০টির অধিক উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বর্তমানে ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন, ০৬টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন এবং ০৪টি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে।<br>গ) **(১) মোংলা উপজেলার পশুর নদী ড্রেজিং করা**- মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের নাব্যাতা বজায় রাখার জন্য ড্রেজিং কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। নভেম্বর-২০১৩ হতে এপ্রিল-২০১৯ পর্যন্ত মোংলা বন্দরের পশুর চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে মোট ৬২.৮৩ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। হিরণ পয়েন্টের নীলকমলখালে ১.৯০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। জেটির সম্মুখে ৩.৬০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক জোয়ারে ৭.৫ মিটার গভীরতা জাহাজ নির্বিঘ্নে বন্দরে আগমন-নির্গমন করতে পারছে। "মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত ক্যাপিটাল ড্রেজিং" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে প্রায় ১৩ কিঃ মিঃ নদী পথে ৩৮.৮১ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ চলছে। ইতোমধ্যে ২৩.৫০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। পশুর চ্যানেলের আউটার বারে ১০৪ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজের মাটি ফেলার জন্য ডাইক নির্মাণ ও সার্ভে কাজ চলমান। জয়মনিরগোল এলাকায় ১৩.৯৪ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং এর জন্য সার্ভে কাজ চলছে। মোংলা বন্দরের চ্যানেলের ৮.৫ মিটার সিডি গভীরতা অর্জনের লক্ষ্যে "পশুর চ্যানেলে ইনারবারে ড্রেজিং" শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পটির অধীনে প্রায় ২২৯.২৫ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হবে। ভবিষ্যতে পুরো চ্যানেলটিতে ১০মিটার পর্যন্ত নাব্যতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে। সংরক্ষণ ড্রেজিং এর জন্য ২টি কাটার সাকশন ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে।<br>**(২) প্রতিবছর পশুর চ্যানেলে সংরক্ষণ ড্রেজিং করা-** মোংলা বন্দর চ্যানেলে ২০০৯ সাল হতে ৬২.৮৩ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করা হয়েছে। আউটার বার ও জয়মনিরগোল এলাকায় এবং মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত প্রায় ১৫৬.১২ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজের জন্য ০৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। ইতোমধ্যে প্রায় ২৩.৫৯ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং করা হয়েছে। নিজ অর্থায়নে জেটি সম্মুখে ৩.৬০ লক্ষ ঘনমিটার এবং হিরনপয়েন্ট এর নীলকমল খালে ১.৯০ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ করা হয়েছে। এছাড়া " পশুর চ্যানেলে ইনারবারে ড্রেজিং" শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পটির অধীনে প্রায় ২২৯.২৫ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হবে।<br>**ঘ) দেশের দক্ষিণ পশ্চিমা অঞ্চলের জন্য একটি ধারণা পত্র তৈরী**- মোংলা বন্দর হতে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একটি ধারণাপত্রগত ০২-০৮-২০১৭ তারিখে সূত্র নং-১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.২৭.০৪৩.২০১৭-১৭৩০ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্প্রতি দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ০৭টি জেলার উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে । উক্ত ধারণাপত্রে মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশপাশি ফ্লাইওভার, টার্মিনাল, ইন্ডাস্ট্রি, ডাইভারশন রোড, ট্যুরিজমসিটি, ট্যুরিজম ইকোপার্ক, আধুনিক বিল্ডিং, টাওয়ার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। | পরিকল্পনা কোষ |
| | | ৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রতি মাসে পর্যালোচনা সভা করতে হবে। | ৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রতি মাসে মবকতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৬. | মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত | ১। শাখাসমূহ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ২ কার্যদিবসের পূর্বে দপ্তর/ সংস্থা হতে সংগ্রহ করে উক্ত প্রতিবেদন নিকস ফন্টে (হার্ডকপি ও সফটকপি) মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করবে। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব সমন্বিত প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবেন।<br><br>২। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সচিব মহোদয়কে অবহিত করতে হবে।<br><br>৩। পেন্ডিং থাকা ০৭টি আইনের বিষয়ে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে আইন শাখা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। | ১। (ক) নৌপম হতে গত ১৪-০৩-১৯ তারিখের পত্রের মাধ্যমে মবক আইন-২০১৯ (প্রস্তাবিত) এর ৭৫ সেট প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তদানুযায়ী গত ১৫-০৪-১৯ তারিখে মবক আইন-২০১৯ এর কতিপয় তথ্যাদির ৭৫ সেট নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে (পত্রের কপি সংযুক্ত)।<br>(খ) The Protection of Ports (Special Measures) Act. 1948 এর চাহিত তথ্যাদি গত ০১-০৪-১৯ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে (পত্রের কপি সংযুক্ত)।<br>২। মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে নীতিগত অনুমোদনের জন্য নৌপম এ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।<br><br>৩। বিষয়টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট। | ও এন্ড এম |
| ৭. | ব্লু-ইকোনমি কার্যক্রম সংক্রান্ত | ১। সংস্থা ভিত্তিক ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে।<br><br>২। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করতে হবে।<br>৩। ব্লু- ইকোনমি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত চূড়ান্তকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে। | ১। মবক হতে ব্লু-ইকোনমি সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিয়মিত নৌপম এ প্রেরণ করা হয়।<br><br>২। বিষয়টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট।<br><br>৩। ব্লু- ইকোনমি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক গত ২৬-০৭-২০১৮ তারিখে নৌপম এর প্রেরণ করা হয়েছে। নৌপম সকল সংস্থার সমন্বয়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। নৌপম সংশ্লিষ্ট ব্লু-ইকোনমি কার্যক্রমের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী মবক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে মবক'র ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা জনাব শেখ মাসুদ উল্লাহ, সহকারী পরিকল্পনা প্রধান এর যোগাযোগ রয়েছে । | পরিকল্পনা কোষ |
| ৮. | আইন বাংলায় অনুবাদ সংক্রান্ত: | ক। যে আইনগুলো এখনও বাংলায় যুগোপযোগি করে অনুবাদ করার কাজ শেষ হয়নি, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/শাখা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।<br>খ। আইনগুলো অনুবাদের বিষয়ে সংস্থাগুলোকে প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে। সে সাথে বিশেষজ্ঞ/পরামর্শক নিয়োগের খরচ স্ব-স্ব সংস্থাগুলো বহন করবে।<br>গ। আইন ও বিধি প্রণয়ন দ্রুত শেষ করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ এর মতামত নিতে হবে ।<br>ঘ। প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | বিষয়টি ক্রমিক নং-০৬ এ উল্লেখ করা হয়েছে। | |
| ৯. | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ১। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে BIWTA,BIWTC,CPA,MPA কে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণে বলা হয়।<br><br>২। APA টিম নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। উক্ত বিষয়ে সকলের তদারকি বাড়াতে হবে। | মবক'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি প্রতিবেদন জুলাই-মার্চ ১৯ গত ১৫-০৪-১৯ তারিখে নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও আপডেটকরণের লক্ষ্যে গত ২১-০৪-১৯ তারিখে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে ০৭ সদস্য বিশিষ্ট এপিএ টিম গঠন করা হয়। উক্ত এপিএ টিম নিয়মিত যোগাযোগ ও তদারকির মাধ্যমে এপিএ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখছে। | পরিকল্পনা কোষ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১০. | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল | ১। দপ্তর/ সংস্থায় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, ই-টেন্ডারিং, অনলাইন সেবা প্রদান, ই-ফাইলিং, উদ্ভাবনী ধারণা বিষয়ে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/ সংস্থাসমূহ জরুরী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। | ১। <u>শুদ্ধাচারঃ</u><br>মবক তে প্রতিমাসে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং শুদ্ধাচার নীতিমালা-২০১৭ এর আলোকে স্কোরের ভিত্তিতে প্রতি বছর দুই গ্রেডের দুইজন কে শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রদান করা হয়। গত ১৭-৪-১৯ তারিখে ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নৌপম এ প্রেরণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার সংক্রান্ত স্লোগান, প্যানা তৈরি করে মবক'র বিভিন্ন স্থানে টাঙ্গাতে হবে।<br><u>ই-টেন্ডারিং :</u><br>মবকতে ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পন্ন হয়েছে ৪৬টি, চলমান আছে ৩৩টি । এপ্রিল-১৯ মাসে মবকতে সাধারণ টেন্ডার হয়েছে ১০টি এবং ই-টেন্ডার হয়েছে ০৮টি।<br><u>অনলাইন সেবাঃ</u><br>মবকতে ই-ফাইলিং এর পাশাপাশি দুটি সার্ভিসকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যথাঃ<br>ক। আমদানিকৃত মালামাল ট্রাক/ট্রেইলারে লোড করার পর নিরাপত্তা মেইন গেইট থেকে বের হবার জন্য e-cart ticket ব্যবস্থা। এবং<br>খ। Import General Manifest (IGM) গ্রহণ, শিপিং এজেন্ট কর্তৃক C&F এজেন্ট এর অনুকূলে ডেলিভারী অর্ডার প্রদান কার্যক্রম Online এ সম্পন্ন করা হচ্ছে।<br><u>ই-ফাইলিং :</u><br>এপ্রিল-১৯ মাসে স্ব উদ্যোগে নোট নিষ্পন্ন-৫৭৭টি, ডাক নিষ্পন্ন-৬৫০টি, ডাক হতে নোট সৃজন – ২৩টি, নথি নিষ্পত্তি- ৪৯৯টি ও পত্র জারী-২০৭টি । আগামি মাসিক সমন্বয় সভায় প্রত্যেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর ই-ফাইলিং ড্যাশবোর্ড প্রিন্ট করে সভায় উপস্থাপন করতে হবে।<br><u>উদ্ভাবনী ধারনাঃ</u><br>মবকতে বর্তমানে ইনোভেশন টীম কর্তৃক ০৩ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যথাঃ-<br>(ক) পেনশন সহজীকরণ-<br>i. পিআরএল এর মঞ্জুরের খসড়া অফিস আদেশ যাচাই ও জারীর ক্ষেত্রে প্রচলিত ধাপ ৪৮ টি।<br>অনুমোদিত ধাপ ১১টি।<br>ii. অবসর সংক্রান্ত অফিস আদেশ যাচাই, জারী ও তদসংক্রান্ত কার্যাদির প্রচলিত ধাপ ৪৮ টি।<br>অনুমোদিত ধাপ ১১ টি।<br>iii. অবসরভাতার ফরম পূরণের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধাপ ৪৭ টি।<br>অনুমোদিত ধাপ ১৯টি।<br>iv. বিল, ভাউচার ও চেক প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধাপ ৩১ টি।<br>অনুমোদিত ধাপ ১২ টি।<br>(খ) জেটির পাড় ধ্বস রোধঃ- জেটির পাড় ভেঙ্গে নিয়মিত ভূমি ধ্বসের ফলে নাব্যতা রক্ষা দুরূহ পর্যায়ে ছিল। সীট পাইলিং এর মাধ্যমে যা প্রতিরোধ করতে প্রাক্কলিত ব্যয় ছিল ৭০ কোটি টাকা। বর্তমানে বল্লি দিয়ে একটি উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে মাত্র ৭০ লক্ষ টাকা দিয়ে উক্ত ভূমি ধ্বস নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। এ বিষয়ে আগামী ৩১ মে ২০১৯ তারিখের মধ্যে কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবং<br>(গ) ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট, বিদ্যমান ওয়্যার হাউজকে দ্বিতল কার পার্কিং সুবিধায় রূপান্তর করা। | প্রশাসন শাখা, বোর্ড ও জনসংযোগ বিভাগ, ট্রাফিক বিভাগ |
| | | ২। কর্মদক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা-কর্মচারী নির্বাচন করে তাদের নাম, পদবী ও ছবিসহ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। স্কোরের ভিত্তিতে প্রতি বছর শুদ্ধাচার পুরষ্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। | ২। শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রদান নীতিমালা-২০১৭ এর আলোকে স্কোরের ভিত্তিতে ২০১৮ সালের শুদ্ধাচার পুরষ্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১১. | তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) | তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) এর আওতায় চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। | মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই) এর আওতায় চাহিদা মাফিক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়ে থাকে। | প্রশাসন শাখা |
| ১২. | অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত | প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত হয়। | প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পরিচালক (প্রশাসন) এর দপ্তরে প্রতি মঙ্গলবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় শুনানীর মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হয়। উল্লেখ্য যে, কয়টি অভিযোগ পাওয়া গেল এবং কয়টি নিস্পন্ন হলো তদসংক্রান্ত তথ্যাদি আগামি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। | প্রশাসন শাখা |
| ১৩. | মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং, ইনোভেশন ও ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ | ১। মন্ত্রণালয়ের ই-ফাইলিং বিষয়ে শাখাসমূহের প্রস্তুতকৃত বিভাজন অনুযায়ী মাসে স্কোর নিশ্চিতকরণ করতে হবে।<br>২। শাখা কর্মকর্তাগণ (সহঃ সচিব/সিনিঃ সহঃ সচিব/উপ সচিব) প্রতি সপ্তাহে ০১ দিন (হতে পারে বুধবার বেলা ২.৩০ ঘটিকা) উল্লেখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে কিনা তা প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণের সাথে আলোচনা পূর্বক নিশ্চিত করতে হবে।<br>৩। উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ (যুগ্ম সচিব ও তদুর্ধ্ব) দিনে ০২বার ই-ফাইলিং এ প্রবেশ করতঃ আগত নথি/ডাক নিষ্পত্তি করবেন।<br>৪। শাখা ভিত্তিক পারফরমেন্স সকলের অবগতির জন্য মাসিক সমন্বয় সভায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করতে হবে এবং লক্ষমাত্রা অর্জনের বিষয়ে শাখার কর্মকর্তাগণ সভাকে অবহিত করবেন।<br>৫। ই-ফাইলিং কার্যক্রমে পারফরমেন্স নিম্নে অবস্থিত সংস্থা/শাখার প্রধানগণকে অধিকতর নজর দানের নির্দেশনা দেয়া হলো।<br>৬।নিয়মিত সভার মাধ্যমে ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারকী করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিম এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবে।<br>৭। ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য তথ্যাদি নিয়মিত আপলোড করতে হবে এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদ রাখতে হবে। সকল শাখা অধিশাখা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আইসিটি শাখাকে সহায়তা করবে। | বিষয়টি মবক সংশ্লিষ্ট নয়। | |
| ১৪. | এডিপি বাস্তবায়ন | ৩০ মে এর মধ্যে এডিপির সকল অর্থ ব্যয় করতে হবে। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর এর প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত অর্থ খরচের ব্যাপারে বিশেষ নজর দিতে হবে। | ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত টাকা ১০০% ব্যয়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। | পরিকল্পনা কোষ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৫. | **বিবিধঃ** | ক) ২০১৮-১৯ অর্থ বছর শেষের দিকে হওয়ায় বিষয়টি বিবেচনা করে অধিক গুরুত্ব দিয়ে এই অর্থ বছরে গ্রহণকৃত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।<br>খ) মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মনিটরিং কর্মকর্তাগণ নিয়মিত প্রকল্পসমূহ পরিদর্শণ শেষে জরুরী ভিত্তিতে মতামত/প্রতিবেদন দাখিল নিশ্চিত করবেন এবং প্রতিবেদনে উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।<br>গ) ঝড় ঝঞ্জা হতে নৌদুর্ঘটনা রোধ করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।<br>ঘ) নৌদুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য মাইক, টেলিভিশন ও রেডিওতে বিভিন্ন ধরণের প্রোগ্রাম প্রচার করতে হবে।<br>ঙ) নদীর পানি বিশুদ্ধ করার জন্য ট্রিটমেন্ট প্লান্টের ব্যবস্থা করতে হবে।<br>চ) নৌনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্লাকার্ড ও ব্যানারে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।<br>ছ) মাসে ০১ দিন “নদী পরিষ্কার দিবস” উদযাপন করতে হবে।<br>জ) জাহাজে ময়লা ফেলার জন্য পর্যাপ্ত ডাস্টবিন রাখতে হবে।<br>ঝ) লঞ্চে/জাহাজে পর্যাপ্ত টয়লেট এর ব্যবস্থা করতে হবে।<br>ঞ) জাহাজে বিনোদনের জন্য খেলাধুলা ও লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করতে হবে। | ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কাজ জোরদার করা হয়েছে।<br>খ) বিষয়টি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট।<br>গ) ঝড় ঝঞ্জা হতে নৌদুর্ঘটনা রোধে সার্বক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।<br>ঘ) নৌদুর্ঘটনা রোধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার জন্য মাইকের মাধ্যমে প্রচার করা হয়।<br>ঙ) ড্রইং ডিজাইনের জন্য কনসালটেন্ট হতে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দরপত্র আহবান কার্যক্রম চলমান।<br>চ) ভবিষ্যতে উদ্যোগ গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।<br>ছ) বিষয়টি মবক সংশ্লিষ্ট নয়।<br>জ) জাহাজে ময়লা ফেলার জন্য পর্যাপ্ত ডাস্টবিন রয়েছে।<br>ঝ) লঞ্চে/জাহাজে পর্যাপ্ত টয়লেট এর ব্যবস্থা আছে।<br>ঞ) ভবিষ্যতে উদ্যোগ গ্রহণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। | পরিকল্পনা কোষ / হারবার মাষ্টার |
| i. | মবক’র হাসপাতালে কর্মরত নার্সদের সিনিয়র স্টাফ নার্সের বেতন স্কেলে ও পদমর্যাদায় উন্নীতকরণ এবং গ্রাচুইটির পরিবর্তে ১৭জন কর্মচারীকে পেনশন প্রদান প্রসঙ্গে। | মবক’র হাসপাতালে কর্মরত নার্সদের সিনিয়র স্টাফ নার্সের বেতন স্কেলে ও পদমর্যাদায় উন্নীতকরণ এবং গ্রাচুইটির পরিবর্তে ১৭জন কর্মচারীকে পেনশন প্রদান বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। | এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা |
| ii. | সিটিজেনস চার্টার হালনাগাদ | মবক’র সিটিজেনস চার্টার আপডেট করার জন্য চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে সকল বিভাগীয়/কোষ প্রধানগণের সমন্বয়ে সভা করতে হবে। | সিটিজেনস চার্টার আপডেট করে মবক’র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। আগামি সমন্বয় সভার দুই দিন পূর্বে স্ব-স্ব বিভাগে প্রেরণ করতে হবে এবং সকল বিভাগের মতামত গ্রহণের পর চুড়ান্ত করতে হবে। | সচিব (বোওজস) |
| iii. | ওয়েবসাইট আপডেটকরণ। | মবক’র ওয়েবসাইট আপডেটকরণের জন্য স্ব-স্ব দপ্তর/শাখা তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো ওয়েবসাইটে আপলোড করবে। | এ বিষয়ে বোর্ড ও জনসংযোগ বিভাগ সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন। | সচিব (বোওজস) |
| iv. | প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত | প্রত্যেক বিভাগ/কোষে প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে হবে। প্রশিক্ষণের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে গাইড লাইন নিয়ে আন্তঃ বিভাগীয়ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে ৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। | প্রত্যেক বিভাগ/কোষ প্রধানগণ স্ব-স্ব বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করবেন এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রশাসন বিভাগে প্রেরণ করবেন। | সকল বিভাগ / কোষ প্রধান |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| v. | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার একটি তালিকা করতে হবে।<br>ই-নথির ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে জনাব মোঃ সালাহ্ উদ্দিন কবির, সহঃ ব্যবঃ (কর্ম)-কে মনোনয়ন প্রদান করা হলো । প্রতি ১৫ দিন অন্তর অন্তর ই-নথির রিপোর্ট চেয়ারম্যান অবহিত করতে হবে। জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম কাওসার সহযোগিতা করবেন।<br>অটোমেশনের ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম কাওসার, সহঃ প্রকৌঃ (ইলেঃ)-কে মনোনয়ন প্রদান করা হলো । এবং<br>ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে জনাব মাকরুজ্জামান, পিআরও- কে মনোনয়ন প্রদান করা হলো । | ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণকে স্ব-স্ব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। | সহকারী ব্যবস্থাপক (কর্ম), সহঃ প্রকৌঃ (ইলেঃ) এবং পিআরও |
| vi. | ইনোভেশন টিমের সদস্য সংযোজন। | পরিচালক (প্রশাসন) এর বদলীজনিত কারণে ইনোভেশন টিম নিম্মোক্তভাবে পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।<br>১। জনাব মোঃ গিয়াস উদ্দিন, (উপসচিব), পরিচালক (প্রশাসন), মবক, মোংলা।<br>২। জনাব ওহিউদ্দিন চৌধুরী, সচিব (বোর্ড ও জনসংযোগ), মবক, মোংলা।<br>৩। জনাব মোঃ জহিরুল হক, পকিল্পনা প্রধান, মবক, মোংলা।<br>৪। জনাব আবুল কালাম আজাদ, উর্দ্ধতন উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন), মবক, মোংলা।<br>৫। জনাব মোঃ সোহাগ, সহকারী ট্রাফিক ম্যানেজার, মবক, মোংলা।<br>৬। জনাব মোঃ মাইদুল ইসলাম, উর্দ্ধতন নিরীক্ষা কর্মকর্তা, মবক, মোংলা।<br>৭। জনাব বেগম শিরিন আফরোজ অনু, সহকারী প্রকৌশলী (তড়িৎ), মবক, মোংলা। | উক্ত বিষয়ে সংশোধিত অফিস আদেশ গঠন করতে হবে। | প্রশাসন বিভাগ (ও এন্ড শাখা) |
| vii. | বার্ণ হাউজ নির্মাণ | বার্ণ হাউজ নির্মাণের জন্য প্রধান প্রকৌশলী (সিঃ ও হাঃ)-কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। | এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | প্রধান প্রকৌশলী (সিঃ ও হাঃ) |

অতঃপর সভাপতি মহোদয় পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আরও আগ্রহ ও উৎসাহিত হয়ে দপ্তরের কাজ কর্ম সম্পন্ন করবেন। তাছাড়া যে সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ফণি মোকবেলায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/ ২৬-৫-১৯
চেয়ারম্যান

নং- ১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৮.০৫৪(অংশ-১).১৮- মে ২০১৯ খ্রিঃ।

বিতরণ : বিভাগ/কোষ/শাখা প্রধান:

..... মবক, মোংলা।

অনুলিপি:

১। সদস্য ( ), মবক, মোংলা।
২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, মবক, মোংলা।

স্বাক্ষরিত/ ২৬-৫-১৯
পরিচালক (প্রশাসন)